দৈনিক
ইনকিলাব

7 JAN 2009
তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 4

শেকৃবিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ৭ জন আহত

গুলশান ও কোতোয়ালিতে লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রাজধানীর গুলশান লেক থেকে গতকাল মঙ্গলবার এক ব্যবসায়ী ও কোতোয়ালি থানা এলাকা থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কদমতলীতে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। শনিরআখড়ায় চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীরা এক টিনের দোকানে বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে এক কর্মচারী আহত হয়েছে। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছে ৭ জন।

জানা গেছে, সকাল ১১টায় গুলশান লেক থেকে পুলিশ ব্যবসায়ী রাহাত হারুন বাবুর (২৪) ভাসমান লাশ উদ্ধার করে। নিহত রাহাত গুলশান এ ব্লকের ৩নং রোডের ১৩২ নং বাড়ীতে থাকতেন। ৩৮নং বাংলাবাজারে তার আরবি প্রোডাক্ট নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে। তার ভাই আমির জানান, গত ৩ জিসেম্বর বিকেলে পুরান ঢাকা থেকে গুলশানের বাসায় ফেরার পর থেকে বাবু নিখোঁজ হয়। গতকাল সকাল ৭টার দিকে পথচারীরা গুলশান লেকে লাশ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে তিনি গিয়ে ভাইয়ের লাশ শনাক্ত করেন। ব্যবসায়িক ও জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে পরিকল্পিতভাবে বাবুকে খুন করা হয়েছে বলে আমির অভিযোগ করেন। অন্যদিকে, কোতোয়ালি থানা পুলিশ গতকাল বেলা ২টার দিকে গোবিন্দ দত্ত রোড থেকে অজ্ঞাত (৪৫) পুরুষের লাশ উদ্ধার করে। তার পরনে ছিল সাদা লুঙ্গি ও সাদা শার্ট। ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ লাশ মিটফোর্ড মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশ বলছে অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে এই ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে। অন্যদিকে, কদমতলীর রায়েরবাগের মমিনবাগ এলাকায় জাকিয়া আক্তার (২৫) নামে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে অজ্ঞান অবস্থায় গৃহবধূকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। গৃহবধূর স্বামী মনির হোসেন দাবি করেছেন গলায় ফাঁসি দিয়ে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে। তবে নিহত জাকিয়ার ভাই কালাম অভিযোগ করে বলেছেন, এক লাখ টাকা যৌতুক না পেয়ে স্বামী মনির হোসেন তার বোনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। কালাম জানান, এর আগে জাকিয়া বাবার বাড়ী থেকে এক লাখ টাকা এনে দেয়। এরপর আবার এক লাখ টাকার জন্য স্বামী মনির জাকিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। নিহত জাকিয়ার মরিয়া নামে ৮ মাসের এক মেয়ে আছে। জাকিয়ার স্বামী মনির যমুনা গ্রুপে চাকরি করেন। কদমতলীর শনিরআখড়ায় বেলা ৩টার দিকে সন্ত্রাসীরা চাঁদার দাবিতে সিরাজুল টিন বিতান নামক দোকানে ৩/৪টি বোমা নিক্ষেপ করে। এতে দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটলে কর্মচারী ফিরোজ আহমেদ (৪০) আহত হয়। বোমার আঘাতে তার মাথা ও পা ঝলসে গেছে। তাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে রুম দখলকে কেন্দ্র করে সোমবার দিবাগত রাতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৭ জন আহত হয়। আহতরা হলো কামরান (২০), টুটুল (২২), মাহফুজ (২০), ইলিয়াস (২২), রনি (২৩), হারুন (২২) ও সাজ্জাদ হোসেন (২১)। আহতদের মধ্যে কামরান ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আছেন। বাকিরা চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন। আহত কামরান জানান, সোমবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে আবাসিক হলের ৩১৮নং রুম দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এসময় উভয়পক্ষই লাঠি সোটা নিয়ে পরস্পরের ওপর হামলা চালায়।